34784 - ঈদরে নামাযে ইমাম তাকবীর দয়ে কনে?

প্রশ্ন

দুই ঈদরে নামাযরে প্রত্যকেটতিে সূরা ফাতহিা পড়ার আগে ১২ টি করে তাকবীর দয়ো সুন্নত কনে? এর উপকারতিা কী? পাঁচ ওয়াক্তরে ফরয নামাযে না করে ঈদরে নামাযে এ তাকবীর বলার অর্থ কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইবাদতরে বধিানগুলোর ক্ষত্রেে মূলনীতি হল– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে দয়ো বধিানরে গণ্ডতিে থমেে যাওয়া (তাওক্বীফ)। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদরেকে যভোবে নর্দিশে দয়িছেনে সভোবে ইবাদত করা। হোক না আমরা এর হকেমত বা গূঢ় রহস্য জানতে পারি কংিবা না জানি। বশিষেতঃ নামায-রোযা-হজ্জ এর পদ্ধতরি ক্ষত্রেে। এতে যুক্তরি কোন স্থান নইে। এ ধরণরে একটি বষিয় হচ্ছ– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে বধিান দয়িছেনে য, দুই ঈদরে নামাযরে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরমিার পরে সূরা ফাতহিার আগে ৬ তাকবীর কংিবা ৭ তাকবীর বলা এবং দ্বতিীয় রাকাতে সূরা ফাতহিা পড়ার আগে ৫ তাকবীর বলা; পাঁচ ওয়াক্ত নামাযরে ক্ষত্রেে এ বধিান দনেনি।

তাই আমাদরে কর্তব্য হচ্ছ, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে দয়ো বধিানরে প্রতি ঈমান আনব, সটোর প্রতি আত্মসমর্পণ করব। শুনব এবং মানব। কনেনা এ ক্ষত্রেে মূলনীতি হচ্ছ- আনুগত্য করা; কারণ ব্যাখ্যা নয়।

ইবাদত, ইবাদতরে প্রকারভদে ও পদ্ধতি ইত্যাদি যগেুলো আল্লাহ্র সংরক্ষতি বষিয় সগেুলোতে কোন বান্দার অনধকিার চর্চা করার সুযোগ নইে। আল্লাহ্ কারো জজ্ঞিাসাবাদরে পাত্র নন য, তাকে জজ্ঞিাসা করা হব: ‘কনে এমন বধিান দয়ো হল’, ‘কনে এমনটা দয়ো হল না’, কংিবা ‘এ বধিান দয়োর উপকারতিা কী’? বরং বান্দার কর্তব্য হচ্ছ– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যে বধিান জারী করছেনে সটো জানা ও আমল করা। এরপর যদি কোন হকেমত জানা যায়, আলহামদুলল্লিাহ্। না জানলওে বান্দা আল্লাহ্র বধিানরে প্রতি আত্মসমর্পণ করব, আনুগত্য করবে এবং দৃঢ় বশি্বাস রাখবে য, আল্লাহ্ তাআলা কোন গূঢ় রহস্যরে কারণে ও বান্দাদরে কল্যাণার্থে বধিান দয়িছেনে। কনেনা আল্লাহ্ তাঁর কথা, কাজ, বধিান প্রদান ও তাকদীর নর্ধিারণে প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তনিি বলনে: “নশ্চিয় আপনার রব্ব হাকীম (প্রজ্ঞাবান) ও আলীম (জ্ঞানী)।[সূরা আনআম, আয়াত: ৮৩]

আমরা যা উল্লখে করছে তার প্রমাণ রয়ছেে আল্লাহ্র এ বাণীতে: “তোমাদরে জন্য আল্লাহ্র রাসূলরে মধ্যে রয়ছেে

অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।"[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীত: "তোমরা আমাকে যভোবে নামায পড়তে দখে সভোবে নামায পড়।"[সহহি বুখারী] এবং বদিায় হজ্জকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীত: "তোমরা আমার কাছ থকেে তোমাদরে হজ্জরে অনুষ্ঠানাদি শখিে নাও।"[সহহি মুসলমি (৩৭৮)]

আল্লাহ্ই উত্তম তাওফকিদাতা।